বিষয়: পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'র পরিচালনা বোর্ডের ১৭তম সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি	:	জনাব জাহিদ ফারুক, এমপি মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
সভার তারিখ	:	০৩ আগষ্ট ২০২২ খ্রিস্টাব্দ
সময়	:	সকাল ১১:৩০ ঘটিকা
স্থান	:	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সভা কক্ষ
		সভার উপস্থিতি 'পরিশিষ্ট-ক' দ্রষ্টব্য

সভার শুরুতে জনাব জাহিদ ফারুক, এমপি, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ও সভাপতি, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড শ্রদ্ধাভরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এঁর পরিবারবর্গের সদস্য ও ১৫ আগষ্টের কালো রাতে শাহাদাত বরণকারী সকলকে স্মরণ করেন সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি জনাব এ কে এম এনামুল হক শামীম, এমপি, উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পরিচালনা বোর্ডের ভাইস-চেয়ারম্যান ও সদস্য হিসেবে উপস্থিত সকলকে সভায় স্বাগত জানান এবং নিজ নিজ পরিচয় দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন।

অতঃপর তিনি জনাব মোঃ দেলওয়ার হোসেন, সদস্য-সচিব ও মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), ওয়ারপো-কে সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী উপস্থাপন করতে অনুরোধ করেন। মহাপরিচালক, ওয়ারপো'র ভিশন, মিশন, কার্যাবলী ও অর্জন সম্পর্কে পরিচালনা বোর্ড-কে অবহিত করেন।

আলোচ্যসূচী-২: পরিচালনা বোর্ডের ১৬তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ।

বিগত ২০ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত ওয়ারপো'র পরিচালনা বোর্ডের ১৬তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণের জন্য উপস্থাপন করা হয়। কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধন বা সংযোজন বা বিয়োজন না থাকায় সভায় সর্বসম্মতিক্রমে ১৬ তম সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়করণ করা হয়।

আলোচ্যসূচী-৩: পরিচালনা বোর্ডের ১৬তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ বাস্তবায়ন অগ্রগতি।

পরিচালনা বোর্ডের ১৬ তম সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান, বিগত সভার (৩.১) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে "সমগ্র দেশে উপজেলাভিত্তিক বিদ্যমান ও বরাদ্দপ্রাপ্ত গভীর নলকূপের তালিকা" জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) থেকে সংগ্রহপূর্বক পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভায় জানান যে, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এর সমগ্র দেশে উপজেলাভিত্তিক বিদ্যমান ও বরাদ্দপ্রাপ্ত গভীর (> ২০০ ফুট) নলকূপের সংখ্যা ৪, ৬৯, ৫৯১ (চার লক্ষ উনসত্তর হাজার পাঁচশত একানব্বই) টি (তন্মধ্যে ৪, ৫৪, ৭৩২ টি সচল এবং ১৪,৮৪৯ টি অচল কিন্তু মেরামতযোগ্য)। এছাড়া, বিএডিসি'র সমগ্র দেশে ১৪ লক্ষ এবং বিএমডিএ'র ১৪,০০০ (চৌদ্দ হাজার) টি গভীর নলকূপ রয়েছে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, শুধু ডিপিএইচই এবং বিএডিসি'র নলকূপের সংখ্যা নয়, সমগ্র দেশে সরকারী (সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ওয়াসা, পৌরসভা ও বিভিন্ন প্রকল্পের আওতায়) এবং বেসরকারী (এনজিও) হিসেবে গভীর নলকূপের সংখ্যা জানা প্রয়োজন। মাননীয় উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, এখন ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতি বছর ২৬ টি (১৩ টি কমিটির মাধ্যমে এবং ১৩ টি এমপিদের মাধ্যমে) গভীর নলকূপের বরাদ্দ দেওয়া হয়। এছাড়া বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমেও গভীর নলকূপ দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে মোট সংখ্যা/পরিমাণের জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করা যেতে পারে। তিনি জানান যে, প্রতি মাসে জেলা প্রশাসক একটি সমন্বয় সভা করে থাকেন যেখানে সকল স্টেকহোল্ডারগণ উপস্থিত থাকেন। সুতারাং মোট সংখ্যা জানার জন্য

তিনি যদি সকল সংস্থাকে অবহিত করেন তাহলে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের মোট নলকূপের তথ্য জানা সহজ হবে। তাছাড়া, সম্প্রতি শেষ হওয়া আদমশুমারীতে গভীর নলকূপের তথ্য আছে কিনা সেটা দেখা যেতে পারে। জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী, সচিব (স্থানীয় সরকার বিভাগ), স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয় বলেন, সংস্থা (সিটি কর্পোরেশনের মেয়র, ওয়াসা ও পৌরসভা) ভিত্তিক চিঠি দিয়েও নলকূপের সংখ্যা জানা যেতে পারে। জনাব মোঃ মামুন-আল-রশীদ, সচিব (পরিকল্পনা বিভাগ), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় বলেন, গভীর নলকূপের সংখ্যা দিয়ে কি করা হবে সে বিষয়ে একটি সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, বর্তমানে জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে দিন দিন পানির স্তর নিচে নেমে যাচ্ছে যা ভূমিকম্পেরও অন্যতম কারণ। সে জন্য মোট গভীর নলকূপের সংখ্যা জানা জরুরী এবং প্রত্যেক এলাকা ভিত্তিক সকল সংস্থার কি পরিমাণ নলকূপ রয়েছে সেটা জানার পাশাপাশি একুইফারের অবস্থা জানা থাকলে পরবর্তীতে নলকূপ স্থাপনের অনুমতি দেয়া সহজ হবে। কারণ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের একটি সুপারিশ থাকবে যে, যে কোন নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রে ওয়ারপো'র ছাড়পত্র লাগবে এবং ওয়ারপো'র ছাড়পত্র ব্যতীত নলকূপ স্থাপনের অনুমতি দেয়া হবে না। প্রাথমিকভাবে মোট নলকূপের সংখ্যা এবং একুইফারের অবস্থা জানা থাকলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বিষয়টি অবহিত করা যাবে এবং সে অনুযায়ী ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ সহজ হবে। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি দিঘী খনন প্রকল্প হাতে নিয়েছে যার মাধ্যমে একুইফার রিচার্জের সম্ভাবনা কিছুটা হলেও থাকবে।

বিগত সভার (৩.২) ক্রমিকের সিদ্ধান্ত অনুসারে মহাপরিচালক, ওয়ারপো জানান যে, "গভীর নলকূপ স্থাপনের কমান্ড এরিয়া নির্ধারণ" বিষয়ে বিগত ১২ জুন ২০২২ খ্রিস্টাব্দ ওয়ারপো সম্মেলন কক্ষে পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট ১১টি সংস্থা'র (ডিপিএইচই, বিএডিসি, ওয়াসা, বিএমডিএ, বুয়েট, বাপাউবো, ডিএই ইত্যাদি) সাথে একটি আন্তঃসংস্থা সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক সকল সংস্থাকে নলকূপ স্থাপনের জন্য অনাপত্তিপত্র গ্রহণ বিষয়ে অবহিত করা হয়। সভায় সংস্থাসমূহের গভীর নলকূপ স্থাপনের বিএডিসির বিদ্যমান কমান্ড এরিয়া বহাল রাখার বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করা হয়। তবে সংস্থা সমুহ জানায় যে, তারা নিজ নিজ অধীক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্হ পানির চাপ কমানোর জন্য ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব প্রদান করেছে।

মহাপরিচালক (অতিরিক্ত সচিব), ওয়ারপো, সভায় জানান যে, কৃষি কার্যে ব্যবহার্য কোনো গভীর নলকূপের ক্যাপাসিটি ২.০ কিউসেক হলে ২৪ হেক্টর, ১.৫ কিউসেক হলে ১৮ হেক্টর, ১.০ কিউসেক হলে ১২ হেক্টর, ০.৬ কিউসেক হলে ৬ হেক্টর এবং অগভীর নলকূপের ৬ হেক্টর সেচ এলাকা বিএডিসির 'কৃষি কাজে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১৯' এ নির্ধারিত রয়েছে। এছাড়া, দুইটি নলকূপের পারস্পরিক দূরত্বের ক্ষেত্রে দুইটি নলকূপের ক্যাপাসিটি ২.০ কিউসেক হলে ৮০০ মিটার, ১.৫০ কিউসেক হলে ৬৯০ মিটার, ১.০০ কিউসেক হলে ৬০০ মিটার, ০.৫ কিউসেক হলে ৫০০ মিটার নির্ধারিত রয়েছে।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, যেকোন গভীর নলকূপ স্থাপনের ক্ষেত্রে ওয়ারপো'র একটি অনাপত্তিপত্র লাগবে। ওয়ারপো উক্ত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে একুইফারের অবস্থা নিরূপণ সাপেক্ষে অনাপত্তি প্রদান করবে। এছাড়া, ওয়ারপো উক্ত এলাকায় নলকূপের কমান্ড এরিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করবে। মাননীয় উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, উপজেলা সেচ কমিটিরও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে কারণ উক্ত কমিটি ওয়ারপো'র নলকূপের কমান্ড এরিয়া অনুসরণের বিষয়েও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বলেন, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ষষ্ঠ অধ্যায়ের ধারা ২৯ থেকে ধারা ৩৬ পর্যন্ত 'অপরাধ, দন্ড ও বিচারের' বিষয় উল্লেখ রয়েছে এবং উপধারা ২৯ (১) এ প্রতিপালন বা সুরক্ষা আদেশ লংঘন করলে বা অবজ্ঞা করলে অনধিক ৫ (পাঁচ) বৎসর

কারাদন্ড অথবা অনধিক ১০ (দশ) হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হওয়ার বিধান রয়েছে। তিনি বলেন, ওয়ারপো জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ম্যাট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার চাহিদা দেয়া বা এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পাঠিয়ে দন্ড বা জরিমানা করার পদক্ষেপ নিতে পারে এবং এটা করা হলে একটি সারা বা ডেমোনেস্ট্রেশন পরতে পারে। এছাড়া তিনি তাদের 'Collaborative Community Based Approach' শীর্ষক একটি পাইলট প্রকল্পের কথা তুলে ধরেন। ওয়ারপো পানি সম্পদের সম্পদের কাস্টডিয়ান রক্ষার জন্য পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের 'Collaborative Community Based Approach' বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে। উপরন্তু ওয়ারপো Local Based Institutional Framework তৈরি করতে পারে এবং পরিবেশ অধিদপ্তর যে ধরনের কাজ করে থাকে তাদের Modality অনুসরণ করা যেতে পারে।

জনাব মোঃ মামুন-আল-রশীদ, সচিব (পরিকল্পনা বিভাগ), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, আইন প্রয়োগে কোর্টে প্রসিকিউশন দাখিলের প্রসঙ্গে উপজেলা নির্বাহী অফিসার বা সহকারী কমিশনার (ভূমি) বা সংশ্লিষ্ট কাজের সাথে সম্পর্কিত যেমন: ডিপিএইচই-কে যাচাই-বাছাই করে ক্ষমতা দেয়া এবং এ পর্যন্ত কোর্টে প্রসিকিউশন দাখিল করা বা মামলার হালনাগাদ তথ্য নির্দিষ্ট ফরমেটের মাধ্যমে প্রাপ্তির বিষয়ে মত প্রকাশ করেন। এ পর্যায়ে মহাপরিচালক, ওয়ারপো জানান যে, আইনটি মোবাইল কোর্টে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জবাবের প্রেক্ষিতে উক্ত আইনটি 'আইন মন্ত্রণালয়' এর ভেটিংসহ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় একটি সভা করলেও পরবর্তী কার্যক্রমে অগ্রসর হওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৬ অনুসারে রেভিনিও ডেপুটি কালেক্টর বা আরডিসি-কে অথবা জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসার কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা অথবা সহকারী কমিশনার (ভূমি)) কে ক্ষমতা অর্পণ করে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। ওয়ারপো কর্তৃক চলমান বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে জেলা কর্মশালাগুলোতে উক্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অবহিত করা হচ্ছে। অধিকন্তু ওয়ারপো'র মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তাগণের মাঝে ক্ষমতা অর্পণের গেজেট প্রকাশ করা হয়েছে। এ পর্যায়ে জনাব মোঃ মামুন-আল-রশীদ, সচিব (পরিকল্পনা বিভাগ), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, জেলা প্রশাসক 'রেভিনিও ডেপুটি কালেক্টর বা আরডিসি' কে দিয়ে কোর্টে প্রসিকিউশন দাখিল করার বিষয়ে কিছুটা সংশয় প্রকাশ করেন।

জনাব এ কে এম ফজলুল হক, সদস্য (সচিব), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন বলেন, জেলা প্রশাসক যেহেতু একই সাথে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা রেজিস্ট্রার এবং জেলা কালেক্টর সে জন্য বিভিন্ন মামলার আপিল মোকাবেলা করার জন্য কোর্টে প্রসিকিউশন দাখিল করার বিষয়ে কর্মকর্তা মনোনয়নের ক্ষমতা জেলা প্রশাসক এর নিকট থাকতে পারে বলে মত প্রকাশ করেন। ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনা যেহেতু টেকসই ব্যবস্থাপনার একটি অংশ সেহেতু, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসক কে কোর্টে প্রসিকিউশন দাখিল করার বিষয়ে অবহিত করলে অধিকতর ফলপ্রস্যু হবে বলে মত প্রকাশ করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	সমগ্র দেশে ইউনিয়ন ও উপজেলা ভিত্তিক বিদ্যমান এবং বরাদ্দপ্রাপ্ত গভীর নলকূপের তালিকা (**সরকারী:** উপজেলা জনস্বাস্থ্য কার্যালয়, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই), বিএডিসি, বিএমডিএ, সিটি কর্পোরেশন, ওয়াসা, পৌরসভা ও **বেসরকারী:** এনজিও পর্যায়ে) সংগ্রহের জন্য জেলা প্রশাসক বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো জেলা প্রশাসক (সকল)

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.২	কৃষি কাজে ভূগর্ভস্থ পানি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা, ২০১৯ এ বর্ণিত নলকূপের কমান্ড এরিয়া অনুসরণের বিষয়ে ওয়ারপো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো
৩.৩	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৩৬ অনুযায়ী ইতোমধ্যে প্রকাশিত গেজেটের সূত্রানুসারে ক্ষমতা প্রদত্ত কর্মকর্তাকে (রেভিনিও ডেপুটি কালেক্টর/ আরডিসি অথবা সহকারী কমিশনার (ভূমি)) বিজ্ঞ আদালতে প্রসিকিউশন দাখিল করার জন্য সকল জেলা প্রশাসক বরাবর একটি ফরমেট টেমপ্লেটসহ পত্র প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো জেলা প্রশাসক (সকল)
৩.৪	সহকারী কমিশনার (ভূমি) এবং রেভিনিও ডেপুটি কালেক্টর/ আরডিসি বরাবর বিজ্ঞ আদালতে প্রসিকিউশন দাখিল করার বা মামলার হালনাগাদ তথ্য চেয়ে একটি নির্দিষ্ট ফরমেটসহ পত্র প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো

আলোচ্যসূচী: ৪ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর আওতায় উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র ও ভূ-গর্ভস্থ পানি উত্তোলনের অনাপত্তিপত্রসহ পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট যে সকল সেবা প্রদান করা হচ্ছে তার ফি বা সেবামূল্য নির্ধারণ

মহাপরিচালক, ওয়ারপো বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬ মোতাবেক পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন প্রকল্প (ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি ব্যবহার) বাস্তবায়নের পূর্বে ছাড়পত্র গ্রহণ করা আবশ্যক এবং ছাড়পত্র প্রদান কার্যক্রম প্রকল্পের ধরণ ভেদে পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার মহাপরিচালক, জেলা কমিটির জেলা প্রশাসক, উপজেলা কমিটির উপজেলা নির্বাহী অফিসার এবং ইউনিয়ন কমিটির ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান বাস্তবায়ন করছেন মর্মে সভা অবহিত করেন। এছাড়া, বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩০, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৭ (৩) ও ৫২ মোতাবেক সকল অনাপত্তিপত্র, প্রকল্প অনাপত্তিপত্র, অনুমতিপত্র, প্রত্যায়িত কপি ইস্যু, পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ প্রভৃতি যে সকল সেবা ওয়ারপো প্রদান করছে তার সেবামূল্য বা ফি নির্ধারণ ও আদায়ের বিষয়ে বিধি-৪৭ এ নির্দেশনা রয়েছে বলেও সভা অবহিত করেন। মহাপরিচালক, ওয়ারপো কর্তৃক গঠিত কমিটি উক্ত ফি বা সেবামূল্যের হার প্রস্তাব বিধি ৪৭ (২) মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য বিগত ১২ এপ্রিল ২০২২ খ্রিস্টাব্দ পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়।

প্রস্তাবিত ফি বা সেবামূল্য পর্যালোচনা করে পানি সম্পদ পরিকল্পনা আইন, ১৯৯২ এর ধারা ১১ মোতাবেক পরিকল্পনা কমিশন এর কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ এর সম্মানিত সদস্য (সচিব) এর সভাপতিত্বে গঠিত কারিগরী কমিটি বিগত ৩১ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত সভায় ওয়ারপো কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রকল্প ছাড়পত্র ও অনাপত্তিপত্রসহ বিভিন্ন সেবা প্রদানের ফি ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ডের পরবর্তী সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের সুপারিশ করেছে মর্মে মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে অবহিত করেন।

জনাব মোঃ মামুন-আল-রশীদ, সচিব (পরিকল্পনা বিভাগ), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, বিভিন্ন সংস্থা কর্তৃক উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্রের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনের ৬ (ছয়) জন সদস্যের সঙ্গে সরাসরি দেখা করে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর আলোকে ছাড়পত্র গ্রহণের বিষয়ে বিস্তারিত তুলে ধরতে মহাপরিচালক, ওয়ারপো-কে অনুরোধ করেন। কারণ, পরিকল্পনা কমিশনে সকল উন্নয়ন প্রকল্পের 'প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি'র সভা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ফলে উক্ত সভায় একটি আলোচ্যসূচী ওয়ারপো কর্তৃক সকল উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র গ্রহণ বাধ্যতামূলক করা হলে প্রকল্পের ছাড়পত্র প্রদান বেশি ফলপ্রসূ হবে। তিনি আরও বলেন যে, প্রস্তাবিত ফি বা সেবামূল্য এমনভাবে নির্ধারণ করতে হবে যেন ইউনিয়ন বা উপজেলা বা জেলা পর্যায়ে বা প্রকল্প গ্রহণকারী সংস্থা তাদের নিজস্ব বাজেট থেকে ফি বা সেবামূল্য সংস্থান করতে পারে। ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বলেন, প্রস্তাবিত ফি বা সেবামূল্য সরকারের নন-ট্যাক্স রেভিনিও (এনটিআর) আদায় হবে যা সরকারের ঘরেই যাবে এবং সরকারই এটা বরাদ্দ দিবে। তিনি আরও

বলেন, এমটিবিএফ এর সিলিং এ 'অডিট ফি' নামে একটি কোড উল্লেখ থাকে এবং প্রতিটি সংস্থা উক্ত খাতে বরাদ্দ রাখতে পারে। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক ওয়ারপো কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং ওয়ারপো'র কারিগরী কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র এবং ভূগর্ভস্থ পানির উত্তোলনের অনাপত্তিপত্র গ্রহণের ফি বা সেবামূল্য নীতিগতভাবে অনুমোদন দেয়া হলো। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ পূর্বক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহাপরিচালক, ওয়ারপো

আলোচ্যসূচী: ৫ শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে ব্যবহৃত পানির রাজস্ব/রয়্যালটি নির্ধারণ

মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভাকে জানান যে, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ৮(৩) এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৭ এর আলোকে পানির মূল্য নির্ধারণের নির্দেশনা রয়েছে। ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এ সরকার জাতীয় পানি নীতিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ 'পানি ব্যবহারের উদ্দেশ্য বা ক্ষেত্র, পানি সেবাভোগীর সামর্থ্য, পানি আহরণ ও সরবরাহের প্রকৃত খরচ, সেবাভোগী বা এর শ্রেণী বিশেষের আর্থিক ক্ষমতা ও অনগ্রসরতা, পানির চাহিদা ও সরবরাহ এবং সরকার কর্তৃক বিবেচিত অন্য কোন প্রাসঙ্গিক বিষয়' প্রভৃতি বিবেচনায় নিয়ে পানির মূল্য নির্ধারণের নীতিমালা অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। এছাড়া, বাংলাদেশ পানি বিধিমালার বিধি ৭ এ জাতীয় পানি নীতিতে পানির মূল্য নির্ধারণের নির্ণায়ক অন্তর্ভূক্তির বিষয় উল্লেখ রয়েছে এবং উপ-বিধি ৭ (১) এ সরকারি ও বেসরকারি পানি বন্টণ ব্যবস্থাকে টেকসই করার লক্ষ্যে আর্থিক ও আইনি কাঠামোর অধীন পানির মূল্য নির্ধারণ করতে হবে এবং জাতীয় পানি নীতি প্রণয়ন বা হালনাগাদকরণকালে উহাতে পানির মূল্য নির্ধারণের নির্ণায়ক সংক্রান্ত দিক-নির্দেশনা অন্তর্ভূক্ত করতে হবে ও উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত নীতিমালা প্রণয়ন ও হালনাগাদকালে ধারা ৮ এর উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত বিষয়াবলির সাথে 'জীবন রক্ষা (খাবার পানি), প্রতিবেশ সেবা (Ecosystem services), সমতা (Equity), দূষণ রোধ, ইত্যাদি; পানির প্রাপ্যতা, পানির সংকট অবস্থা, পানি ব্যবহারের পরিমাণ, পানি পরিশোধনের ব্যয় ও পানির সাশ্রয়ের বিষয়; এবং পানি সেবাভোগীদের সামর্থ্য ও পানি সরবরাহের প্রকৃত খরচের আর্থিক বিশ্লেষণ' বিষয়াবলিও বিবেচনার জন্য অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।

মহাপরিচালক, ওয়ারপো আরও বলেন যে, কারিগরী কমিটির বিগত ৩১ মে ২০২২ খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত সভায় 'সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তি বা সংস্থা এবং বৃহৎ শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনকারীদের নিকট থেকে পানির মূল্য আদায়ের লক্ষ্যে একটি প্রস্তাবনা করার সুপারিশ করা হয়'। বিগত ০৫ জানুয়ারী ২০২২ খ্রিঃ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ১৭ তম সভায় 'শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে ব্যবহৃত পানির রাজস্ব বা রয়্যালটি আহরণেরও বিষয়ে সুপারিশ করা হয়'। ফলে 'নীতি ও বিনিয়োগ সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়ারপো কর্তৃক বাস্তবায়িত পানির ছায়ামূল্য নির্ধারণ শীর্ষক সমীক্ষা প্রকল্পের আওতায় প্রাপ্ত পানির ছায়ামূল্য ও বর্তমানে ঢাকা ওয়াসা কর্তৃক আবাসিক, শিল্প ও বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহৃত পানির মূল্য বিবেচনায় সরকারের পক্ষে শিল্প ও বাণিজ্যিক খাতে ব্যবহৃত পানির জন্য ২ পয়সা/লিটার রাজস্ব বা রয়্যালটি আহরণ প্রস্তাব করা হয়।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, ওয়াসা বা পৌরসভার সাথে সামঞ্জস্য রেখে পানির মূল্য নির্ধারণ করতে হবে। যদিও ওয়াসা পানির মূল্য নয় বরং তাদের সার্ভিস চার্জ নিয়ে থাকে তথাপিও এটা না হলে পাবলিক ফাংশন হওয়ার ফলে বাস্তবায়ন কঠিন হবে। অন্যথায়, ওয়াসা বা পৌরসভার আওতাধীন এলাকা ব্যতীত পানির মূল্য নির্ধারণ করা যেতে পারে। এছাড়া, তিনি আরও বলেন যে, বাংলাদেশের গ্রাম অঞ্চলের মানুষ পানি মূল্য দিতে এখনও অভ্যস্থ না। সুতারাং এমন কোন মূল্য নির্ধারণ করা যাবে না যে, সরকারের ভাব মূর্তি নষ্ট হয়।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, পানির মূল্য নির্ধারণের বিষয়টি ওয়ারপো'র পরবর্তী পরিচালনা বোর্ডের সভায় আলোচনা করা হবে মর্মে মত প্রকাশ করেন। ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বলেন, এ ধরনের মূল্য আরোপ করার পূর্বে আমাদের সমাজকে প্রস্তুত করা প্রয়োজন। অন্যথায়, বিরূপ প্রভাব আসতে পারে। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৫	পানির রাজস্ব বা রয়্যালটি নির্ধারণের বিষয়ে আরও পরীক্ষান্তে এবং অন্যান্য সংস্থার বিদ্যমান কার্যক্রম তুলনামূলক পর্যালোচনান্তে পরিচালনা বোর্ডের পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহাপরিচালক, ওয়ারপো

আলোচ্যসূচী: ৬ বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে গণসচেতনতা ও অংশীজন কর্মশালা

মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভায় জানান যে, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নে সারাদেশে প্রচার-প্রচারণা, গণসচেতনতা ও অংশীজনদের অবহিতকরণ এবং তাদের সাথে মতবিনিময়ের লক্ষ্যে অদ্যাবধি ওয়ারপো কর্তৃক ৪৫টি কর্মশালা (১টি বিভাগ, ৪১টি জেলা ও ৩টি উপজেলা পর্যায়ে) সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট বিভাগ, জেলা ও উপজেলাগুলোতে কর্মশালা আয়োজন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এছাড়া, মহাপরিচালক, ওয়ারপো আরও বলেন যে, দেশের সকল উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে কর্মশালাগুলো আয়োজন করা হলে বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন অধিকতর ফলপ্রস্যু হবে ও উক্ত কর্মশালাগুলো সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের সংস্থান রাখা।

মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বলেন, এ সকল কর্মশালায় ওয়ারপো'র প্রতিনিধি থাকা বাঞ্জনীয়। সেক্ষেত্রে উপজেলা বা ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিটি সভায়, সকল সদস্যদের সরাসরি উপস্থিত নিশ্চিত করা প্রয়োজন। মাননীয় উপমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, এ সকল কর্মশালার মাধ্যমে ওয়ারপো'র পরিচিতি ও কার্যপরিধি সর্বস্তরে (বিশেষ করে উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে) পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে মর্মে গুরুত্ব আরোপ করেন। ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয় বলেন, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন ও গণসচেতনতার বিষয় প্রতিটি নাগরিকের (শিশু থেকে বৃদ্ধ) জানা দরকার। এ জন্য জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হলে এটা সময়োপযোগী একটি সিদ্ধান্ত হবে। এছাড়া, তথ্য মন্ত্রণালয়ের যে গণপ্রচারণা ও গণসচেতনতা অধিদপ্তর রয়েছে এমনকি বাংলাদেশ টেলিভিশনেও তাদের নিয়মিত কাজের মাঝে উক্ত কনটেন্টগুলো দেয়া হলে পানি সম্পদসহ পরিবেশ ডিগ্রেডেশন ও জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে মানুষ সচেতন হবে। এ পর্যায়ে মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর কার্যক্রম জাতীয় পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভুক্তকরণের বিষয়ের কথাও উল্লেখ করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়:

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬.১	বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এবং বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়ন ও পানি সম্পদের গণসচেতনতার বিষয় প্রচারের জন্য তথ্য মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	তথ্য মন্ত্রণালয় মহাপরিচালক, ওয়ারপো
৬.২	জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পানি সম্পদের গণসচেতনতার বিষয় প্রচারের জন্য মত বিনিময় সভার আয়োজন করতে হবে। এতে ওয়ারপো'র প্রতিনিধির উপস্থিতি নিশ্চিত করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় বাজেট	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় অর্থ বিভাগ মহাপরিচালক,

	বরাদ্দের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে অর্থ বিভাগে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	ওয়ারপো
৬.৩	পানি সম্পদের সচেতনতা ও রক্ষার বিষয় জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহাপরিচালক, ওয়ারপো

আলোচ্যসূচী: ৭ আইনের ধারা ১৬ ও ১৯ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূ-গর্ভস্থ ও ভূ-পরিস্থ পানি সম্পদের প্রাপ্যতা নিরূপণ

মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভায় জানান যে, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৬ (পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের ছাড়পত্র ইস্যুকরণ) ও ধারা ১৯ (ভূ-গর্ভস্থ পানিধারক স্তরের সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ ও ভূগর্ভস্থ পানি আহরণে বিধি-নিষেধ) কার্যকর বাস্তবায়নের লক্ষ্যে 'সমগ্র দেশের ৫৪টি জেলায় পানি সম্পদের প্রাপ্যতা এবং ভূ-গর্ভস্থ পানিধারক স্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরূপণ' শীর্ষক একটি প্রকল্প প্রস্তাব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হতে বিগত ১০/০৬/২০১৯ খ্রিস্টাব্দে পরিকল্পনা কমিশন এ প্রেরণ করা হয়। পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশনের সিদ্ধান্তের আলোকে পুনর্গঠিত পুর্ণাংগ কারিগরী সহায়তা প্রকল্প প্রস্তাব ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নকালে পানি সম্পদ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ যেমন: বিএডিসি, বিএমডিএ, ডিপিএইচই, বিডব্লিউডিবি ইত্যাদি এর সহিত যে তথ্য-উপাত্ত রয়েছে তা সংগ্রহপূর্বক একুইফার ম্যাপিং এ ব্যবহার করা হবে। এ প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে সারাদেশে ভূগর্ভস্থ পানি ধারক স্তরের সুরক্ষা সম্ভব হবে এবং দেশের মৌজা লেভেল পর্যন্ত একুইফারের অবস্থা জানা সম্ভব হবে। এছাড়া, বর্তমানে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় অনুরূপ একটি প্রকল্প জিওবি এবং এসডিসি এর আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত হচ্ছে যা জুন ২০২৩ মেয়াদে সমাপ্তির লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

জনাব এ কে এম ফজলুল হক, সদস্য (সচিব), কৃষি, পানি সম্পদ ও পল্লী উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, সভায় জানান যে, প্রকল্প গ্রহণের বিষয়ে আমাদের অধিকতর সর্তকতা অবলম্বন করতে হবে। তবে প্রকল্পের মধ্যে আমদানিকৃত কোন যন্ত্রপাতি থাকলে এবং যার মাধ্যমে ডলার/কারেন্সি দেশের বাইরে চরে যাবে সে সকল প্রকল্পের (কারিগরী সহায়তা প্রকল্প/উন্নয়ন প্রকল্প) ক্ষেত্রে সরকার নিরুৎসাহিত করছে। ফলে প্রকল্প অনুমোদনের বিষয়ে মাননীয় পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী এবং মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী সিদ্ধান্ত নিবেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৭	'সমগ্র দেশের ৫৪টি জেলায় পানি সম্পদের প্রাপ্যতা এবং ভূ-গর্ভস্থ পানিধারক স্তরের নিরাপদ আহরণ সীমা নিরূপণ' শীর্ষক কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি প্রস্তুতপূর্বক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সদয় অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় পরিকল্পনা কমিশন মহাপরিচালক, ওয়ারপো

আলোচ্যসূচী: ৮ ওয়ারপো'র প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা উন্নীতকরণ ও জনবল কাঠামো শক্তিশালীকরণ

মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভায় জানান যে, বাংলাদেশ পানি আইন, ২০১৩ ও বাংলাদেশ পানি বিধিমালা, ২০১৮ বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রকল্প পরিদর্শন এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন কমিটির সমন্বয়, পানি সম্পদের ব্যবহার, বিতরণ ও উন্নয়ন নিশ্চিতকল্পে ইতোমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৬৩টি জেলায় ওয়ারপো'র জেলা কার্যালয় স্থাপনের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। ঢাকা বিভাগ ব্যতীত ৭টি বিভাগীয় জেলা শহরে ওয়ারপোর কার্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৫৬টি জেলা সদরে অফিস স্থাপন এবং জনবল নিয়োগ করা প্রয়োজন হবে এবং উপজেলা পর্যায়েও অফিস স্থাপন করার প্রয়োজন হতে পারে। এসব দায়িত্ব যথাযথভাবে সম্পন্নের লক্ষ্যে এবং সরকারের অন্যান্য দপ্তর-সংস্থার সাথে সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে "পানি সম্পদ পরিকল্পনা

সংস্থা”কে “পানি সম্পদ অধিদপ্তর” এ রূপান্তর করে একটি অধিদপ্তর প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরী। এছাড়া বিগত সভায় ওয়ারপোকে অদিদপ্তরের বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় ওয়ারপো'র আয় বৃদ্ধি সাপেক্ষে অধিদপ্তর করার প্রস্তাব বিবেচনা/প্রচেষ্ঠা নেয়া যেতে পারে মর্মে উল্লেখ করা হয়। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৮.১	অবশিষ্ট ৫৬টি জেলা সদরে ওয়ারপো'র অফিস স্থাপন করার বিষয়ে অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় বরাবর পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক পত্র প্রেরণ করতে হবে।	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় মহাপরিচালক, ওয়ারপো
৮.২	ওয়ারপোকে 'পানি সম্পদ অধিদপ্তর' করার বিষয়ে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো

আলোচ্যসূচী: ৯ পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'র ২০২০-২১, ২০২১-২২ অর্থবছরের পরিচালন বাজেট অনুমোদন এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট সদয় অবলোকন

মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভায় জানান যে, পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'র ২০২০-২১ অর্থবছরের ১১,৫১,২৩,০০৬ (এগার কোটি একান্ন লক্ষ তেইশ হাজার ছয়) টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১০,২৪,৭৭,১০০ (দশ কোটি চব্বিশ লক্ষ সাতাত্তর হাজার একশত) টাকা ব্যয় হয়। অবশিষ্ট টাকা সরকারের কোষাগারে জমা দেয়া হয় এবং ২০২১-২২ অর্থবছরের ১৬,২৮,৫৭,০০০ (ষোল কোটি আটাশ লক্ষ সাতান্ন হাজার ছয়) টাকা বরাদ্দের বিপরীতে ১১,৭৪,৮৭,৭৩৬ (এগার কোটি চুয়াত্তর লক্ষ সাতাশি হাজার সাতশত ছত্রিশ) টাকা ব্যয় হয়। অবশিষ্ট টাকা সরকারের কোষাগারে জমা দেয়া হয়। এছাড়া, ওয়ারপো'র ০৭ টি বিভাগীয় সদরে নতুনভাবে জেলা কার্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হওয়ায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে নবগঠিত ০৭ টি বিভাগীয় কার্যালয়সহ মোট বরাদ্দ ২৪,০৬,৩০,০০০ (চব্বিশ কোটি ছয় লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা। এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং ২০২০-২০২১, ২০২১-২০২২ অর্থবছরের বাজেটের আয়-ব্যয় অনুমোদন করা হয়। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং সরকারের ব্যয় সংকোচন নীতি অনুসরণে সরকার সময় সময়ে বিভিন্ন পরিপত্র জারি করেছে, সে সকল বিষয় যথাযথভাবে প্রতিপালনপূর্বক নির্বাহ করতে হবে মর্মে আলোচনা করা হয়। এ ক্ষেত্রে কৃচ্ছতাসাধন পূর্বক অপ্রয়োজনীয় ব্যয় পরিহার করতে হবে। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৯	ওয়ারপো'র ২০২২-২০২৩ অর্থবছরের বাজেট বিভাজন বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে সরকারের বর্তমান সাশ্রয় নীতি অনুসরণপূর্বক নির্বাহ করতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো

আলোচ্যসূচী: ১০ বিবিধ।

মহাপরিচালক, ওয়ারপো সভায় জানান যে, ওয়ারপোতে স্থাপিত এনডব্লিউআরডিতে ৫৫৭ এবং আইসিআরডিতে ৫৬৩ টি ডাটা লেয়ার রয়েছে। ওয়ারপোতে 'Data Dissemination Policy of WARPO, 2013' নামে একটি ডাটা ডিসেমিনেশন পলিসি রয়েছে। এছাড়া, এনডব্লিউআরডিতে বিভিন্ন সংস্থা (LGED, JRC, BADC, IWFM, Planning Commission, DBHWD, CDSP, BWDB etc) হতে ডাটা সংগ্রহের জন্য ডাটা শেয়ারিং প্রটোকল রয়েছে। অন্যান্য সংস্থা'র সাথে ডাটা শেয়ারিং প্রটোকল

প্রয়োজন। ডাটা সংগ্রহ/ক্রয়ের জন্য রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থের সংস্থান প্রয়োজন রয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। এছাড়া, এনডব্লিউআরডি থেকে এ পর্যন্ত ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার তথ্য-উপাত্ত বিক্রি হয়েছে মর্মে সভাকে অবহিত করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহিত হয়:

সিদ্ধান্তের ক্রমিক	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১০	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'র ডাটা সংগ্রহ/ক্রয়ের জন্য রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থের সংস্থানের জন্য পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বরাবর পত্র প্রেরণ করেতে হবে।	মহাপরিচালক, ওয়ারপো

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(জাহিদ ফারুক, এমপি)
প্রতিমন্ত্রী
পানি সম্পদ মন্ত্রনালয়
ও
সভাপতি, ওয়ারপো পরিচালনা বোর্ড

পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা'র (ওয়ারপো) পরিচালনা বোর্ডের ১৭তম সভা

সভাপতি	:	জনাব জাহিদ ফারুক, মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়।
তারিখ	:	০৩-০৮-২০২২ খ্রিঃ
সময়	:	সকাল ১১:৩০ ঘটিকা
স্থান	:	ওয়ারপো'র সভা কক্ষ

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	দপ্তর	টেলিফোন নম্বর	স্বাক্ষর
১.	কবির বিন আনোয়ার, সিনিয়র সচিব	MoWR.		
২.	মোঃ দেলওয়ার হোসেন, মহাপরিচালক	WARPO	01748291105	০৩/৮/২২
৩.	এ কে এম ফজলুল হক, সদস্য	কৃষি, পানিসম্পদ ও পল্লী প্রতিষ্ঠান বিভাগ	01711-447738	০৩/৮/2022
৪.	মোঃ মামুন-আল-রশীদ, সচিব	পরিকল্পনা বিভাগ		
৫.	মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী, সচিব	স্থানীয় সরকার বিভাগ	01844220077	
৬.	ড. ফারহিনা আহমেদ, সচিব	পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়	01819153002	
৭.	মৃত্যুঞ্জয় কুমার বিশ্বাস, অতিরিক্ত সচিব	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়।	০১৭১২৮৬৭২২৬	
৮.	মোঃ ইউসুব আলী মোল্লা, অতি: সচিব	সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ	০১৭১১৬৩৫৮৪৫	
৯.	মোঃ মাহফুজুর রহমান, যুগ্মসচিব	ভূমি মন্ত্রণালয়	০১৭১২৫৮৮৯৯৮	
১০.	S.M. AZHARUL ISLAM, PS to Sr. Secretary	MoWR	01962400797	
১১.				